জনপ্রশাসন পদক ২০১৬

জাতীয় পর্যায়ে পদকপ্রাপ্তদের পরিচিতি

ক্ষেত্র: সাধারণ

শ্রেণি: ব্যক্তিগত

পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম: ড. রহিমা খাতুন, উপপরিচালক, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা (সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী)।

প্রকল্প/অবদান: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল কার্যক্রম।

ড. রহিমা খাতুন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২২তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৮ সালে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয় হতে এনভায়রনমেন্টাল ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. রহিমা খাতুন ২০১৩ সালের ২০ জুন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সোনাইমুড়ী, নোয়াখালীতে যোগদান করেন। সরকারি সেবা প্রদানে তিনি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্যোগী হন। তাঁর উদ্যোগে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য সোনাইমুড়ী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে, অফিসে ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে ও গুরুত্বপূর্ণ সভা-সেমিনার অনলাইনে প্রচার করা হচ্ছে। যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য তিনি উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দকে ৫০০টি কর্পোরেট মোবাইল সিম প্রদান করে মোবাইল অ্যাপস সংযোজন করেছেন। তাঁর এসকল যুগোপযোগী ও জনবান্ধব উদ্যোগ দ্রুত নাগরিক সেবা প্রদানে অবদান রেখেছে। ড. রহিমা জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে Sonaimuri Mobile Court Facebook Page খোলার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ এবং তা নিষ্পত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাঁর উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের আর্থিক সহায়তায় ৬টি প্রাথমিক ৫টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১টি মাদ্রাসাসহ ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে ৪ দিন মিড-ডে মিল চালু করা হয়। খাবার হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সবজি, খিচুড়ি, ডিম, পায়েস দেওয়া হচ্ছে। পরে আরও ২৩টি স্কুলে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। এর ফলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি ও তাদের পুষ্টিহীনতা দূর হচ্ছে, যা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে প্রশংসনীয় কর্মতৎপরতা ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় ড. রহিমা খাতুনকে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান করা হলো।

ক্ষেত্র: সাধারণ
শ্রেণি: দলগত

পদকপ্রাপ্ত দলের সদস্যবৃন্দের নাম:

দলনেতা: জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক, অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (সাবেক জেলা প্রশাসক, যশোর) ।

সদস্যবৃন্দ:

জনাব জাহিদ হোসেন পনির, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, শিক্ষা ও আইসিটি, যশোর)।

জনাব জি এম সরফরাজ, সহকারী পরিচালক, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি।
(সাবেক সহকারী কমিশনার, আইসিটি, যশোর)।

তন্ময় মজুমদার, সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(সাবেক সহকারী কমিশনার, আইসিটি, যশোর)।

জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, সহকারী প্রোগ্রামার, যশোর।

প্রকল্প/অবদান: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সেবাসমূহ কম খরচে, কম সময়ে ভোগান্তিহীনভাবে জনগণকে প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি সফ্টওয়ার তৈরি ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোরে বাস্তবায়ন।

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সাবেক জেলা প্রশাসক, যশোর বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব জাহিদ হোসেন পনির, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), যশোর, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২০তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মার্কেটিং বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস: চেঞ্জ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি জাপানের টোকিওতে অবস্থিত হিতোতসুবাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সোশাল সাইন্সেস-এ রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন।

জনাব জি এম সরফরাজ, সহকারী পরিচালক, বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি (সাবেক সহকারী কমিশনার, আইসিটি, যশোর), বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৮তম ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি ইংরেজি ও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব তন্ময় মজুমদার, সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সাবেক সহকারী কমিশনার, আইসিটি যশোর), বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ৩০তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বুয়েট) হতে বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, সহকারী প্রোগ্রামার, যশোর, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সেবাসমূহ কম খরচে, কম সময়ে ভোগান্তিহীনভাবে জনগণকে প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি সফ্টওয়ার তৈরি করেন। তিনি সফ্টওয়ারটির মাধ্যমে একটি ওয়ানস্টপ কাউন্টার স্থাপন করে অনলাইনে জনগণের আবেদন গ্রহণ, এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে পত্র গ্রহণ, আইডি প্রদান ও সেবা প্রদানের তারিখ রশিদের মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা করেন। এটুআই-এর সহযোগিতায় তিনি যশোর কালেক্টরেটে ২০১১ সালে এর সফল পাইলটিং করেন। পরবর্তী কালে সফ্টওয়ারটির আদলে ই-ফাইল সিস্টেম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে চালু করা হয়। এ উদ্যোগের ফলাফল হিসেবে জেলা প্রশাসনের কর্মচারীগণের প্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। সেবা লাভে জনগণের সময়, খরচ এবং যাতায়াত কমেছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মকর্তাগণ দলের সদস্য হিসেবে উদ্যোগটি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানে যশোর জেলা পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সরকারি দপ্তরসমূহের সেবা প্রদানে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার সফল বাস্তবায়নে প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও তাঁর দলকে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান করা হলো।

ক্ষেত্র: সাধারণ
শ্রেণি: প্রাতিষ্ঠানিক

পদকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম: গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

প্রকল্প/অবদান: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) প্রবর্তন।

"সবার আগে নাগরিক"-এ মূলমন্ত্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে নবতর উদ্ভাবনের দায়িত্ব নিয়ে ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU)। এর ভিশন হচ্ছে সুশাসন ও উদ্ভাবন বিষয়ে সরকারের থিংক-ট্যাংক হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশের নাগরিকদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

সরকারি অফিসে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-সংক্ষেপে APA) প্রচলনের ক্ষেত্রে GIU গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। GIU কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্টের বিষয়টি ছড়িয়ে দিতে পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে রিসোর্স পুল তৈরি করা হয়। আরও ১০০টি সংস্থার চার শতাধিক কর্মকর্তাকে 'Assimilation of SDG in GPMS' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ একদিকে যেমন অর্থবছর শুরুর পূর্বেই সরকারের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হচ্ছে, অন্যদিকে অর্থবছর শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে, তা পরিমাপ করে তুলনামূলক মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে SDG-এর ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সংযুক্ত লক্ষ্যের আলোকে কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে এর বাস্তবায়নে GIU অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করায় গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান করা হলো।

ক্ষেত্র: কারিগরি
শ্রেণি: ব্যক্তিগত

পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম: মোঃ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী, উপজেলা কৃষি অফিসার, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ ও সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

প্রকল্প/অবদান: 'কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা' সফ্‌টওয়ার উদ্ভাবন ও পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন।

জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ২৯তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে ২০০৬ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী 'কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা' নামে একটি সফ্‌টওয়ার উদ্ভাবন করেন। সফ্‌টওয়ারটি মোবাইল, ল্যাপটপ বা ডেক্সটপ কম্পিউটারে স্থাপন করে অনলাইন ও অফলাইনে কৃষিভিত্তিক তথ্য সেবাসমূহ প্রদান সম্ভব হচ্ছে। বেলকুচি উপজেলায় এর পাইলটিং হয়েছে। এতে রয়েছে সবজি, ফল ও অর্থকরী ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি, সার-বীজ সম্পর্কিত তথ্য, ফসলের রোগ, পোকামাকড়ের ছবি/ভিডিওসহ চিকিৎসাব্যবস্থা, উপজেলার শস্য-বিন্যাস, ভেজাল সার সনাক্তকরণ, কৃষি সম্পর্কিত জরুরি আইন-কানুন ও অন্যান্য তথ্য। এর ফলে উপজেলা থেকে দূরবর্তী এলাকার ২০,০০০ কৃষক বিনা খরচে দ্রুত কৃষি সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। এই সফ্‌টওয়ার সারা দেশে প্রচলিত হলে দেশের সকল কৃষক ঘরে বসে কৃষি সেবা পাবেন। ফলে কৃষকের কৃষি উৎপাদন ব্যয়, ঝুঁকি ও হয়রানি হ্রাস পাবে।

এ সফ্‌টওয়ার কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী, অভিনব ও কৃষকবান্ধব উদ্ভাবন। এ উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির সেবা প্রদানে প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকীকে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান করা হলো।

ক্ষেত্র: কারিগরি
শ্রেণি: দলগত

পদকপ্রাপ্ত দলের সদস্যবৃন্দ:

দলনেতা: জনাব মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা, জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ

সদস্যবৃন্দ:

বেগম শাহীন আরা বেগম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), নারায়ণগঞ্জ

বেগম জয়া মারীয়া পেরেরা, সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ

বেগম ফারহানা আফসানা চৌধুরী, সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ

প্রকল্প/অবদান: রেডিও নারায়ণগঞ্জ।

জনাব মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১১তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ হিসেবে গত ০২ মে, ২০১৪ তারিখে যোগদান করেন।

দলের সদস্য **বেগম শাহীন আরা বেগম,** অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), নারায়ণগঞ্জ, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২১তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়ন বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বেগম জয়া মারীয়া পেরেরা, সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩০তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বেগম ফারহানা আফসানা চৌধুরী, সহকারী কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩১তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

নাগরিকদের কাছে সরকারের সেবা ও এ সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২৩ জুলাই, ২০১৫ তারিখ হতে জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে 'রেডিও নারায়ণগঞ্জ'-এর যাত্রা শুরু। দলটির সক্রিয় প্রচেষ্টায় জেলা প্রশাসন নারায়ণগঞ্জ পরিচালিত অনলাইন রেডিও 'রেডিও নারায়ণগঞ্জ'-এর উদ্ভাবনী প্রয়াসে জেলা প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দৈনন্দিন কর্মকান্ড, সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রদান, মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম, স্কাইপের মাধ্যমে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কল সেন্টার (টেলিমেডিসিন) সম্প্রচার, ই-লার্নিং ক্লাসরুমের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পাঠদান, ই-কৃষি কল সেন্টারের মাধ্যমে কৃষি তথ্য ও সেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এতে গ্রাম-বাংলার দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত জনগণ কৃষি, স্বাস্থ্যসেবাসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা যেমন সহজে পাচ্ছে, তেমনি সরকারি সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা-এর উদ্যোগ ও সক্রিয় সহযোগিতায় দলের সদস্যগণ অনলাইন রেডিও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন। দৈনন্দিন গতানুগতিক কার্যপরিধির বাইরে গিয়ে 'রেডিও নারায়ণগঞ্জ'-এর মতো একটি প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী পন্থায় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রচার এবং সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ও তাঁর দলকে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান করা হলো।

ক্ষেত্র: কারিগরি
শ্রেণি: প্রাতিষ্ঠানিক

পদকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম।

প্রকল্প/অবদান: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার।

২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর "ডিজিটাল বাংলাদেশ" হিসেবে গড়ার নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের সূচনা হয়। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা ও নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১-এর আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সেবাসমূহকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এটুআই প্রোগ্রাম।

সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এটুআই ৬৪টি ডিসি অফিস, ১১টি সিটি কর্পোরেশনের ৪০৭টি ওয়ার্ড ও ৩২১টি পৌরসভা, ৪৫৪৫টি ইউনিয়ন পরিষদে ই-সেবা কেন্দ্র এবং ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে ই-সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে ২৫,০৪৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট একসূত্রে যুক্ত করার অনন্য নজির স্থাপন করেছে। সরকারি "সকল সেবা এক ঠিকানায়" এই স্লোগান সামনে রেখে সেবাকুঞ্জ বা সার্ভিস পোর্টাল (Service portal.gov.bd) এবং এক হাজারের বেশি সরকারি ফরম নিয়ে চালু করা হয়েছে ফর্ম পোর্টাল (Forms.gov.bd)। এ ছাড়াও এটুআই প্রোগ্রাম-এর উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ই-বুক, জাতীয় ই-তথ্য কোষ, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ও সফলভাবে তার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এটুআই প্রোগ্রাম সরকারি পরিষেবায় দ্রুততা, দক্ষতা, কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে এবং স্বল্প মূল্যে, স্বল্প সময়ে, ঝামেলামুক্ত উপায়ে সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনমনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা আনয়ন এবং এর মাধ্যমে সরকারি কাজে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় প্রশংসনীয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রদান করা হলো।